পিজিসিবি শ্রমিক কর্মচারী লীগ - সিবিএ

রেজিঃ বি-২১১৭

সিবিএ কার্যালয় ঃ বিদ্যুৎ ভবন, ৭ম তলা, ১ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০।

সূত্র ঃ পিশ্রকলী/কেনিক/১৫/১৮৭

তারিখ ঃ ৯/৪/১৪

সভার কার্যবিবরনী

পিজিসিবি শ্রমিক কর্মচারী লীগ, বি-২১১৭ (সিবিএ)-এর কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি এবং শাখা কমিটির যৌথ উদ্ধ্যোগে গত ০৪/০৪/২০১৪ ইং ও ০৫/০৪/২০১৪ ইং তারিখ রোজ শুক্র ও শনিবার সকাল ০৯.০০ ঘটিকার সময় সিবিএ কার্যালয়, বিদ্যুৎ ভবন (৭মতলায়) অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি জনাব মোঃ আব্দুল হাই। সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত করেন শ্রীমঙ্গল জিএমডি দপ্তরে কর্মরত মসজিদের ঈমাম হাফেজ মাওলানা মোঃ আঃ মান্নান। পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক বাবু অভিরাম চন্দ্র সাহা। পিজিসিবি প্রতিষ্ঠানে এ যাবতকাল যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের রুহের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে ০১ (এক) মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারন সম্পাদক ও বাংলাদেশ বিদ্যুৎ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক জনাব মোঃ নূরুল আমীন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন পিজিসিবি প্রতিষ্ঠান আজ এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। পিজিসিবি প্রতিষ্ঠান মূলত একটি ভিশন ও মিশনকে সামনে রেখে চালাচ্ছে কিন্তু দূর্ভাগ্য হলেও সত্য একটি গোষ্ঠির অযাচিত হস্তক্ষেপের কারণে পিজিসিবি সত্যিকার অর্থে তার নিজস্ব স্বকীয়তা হতে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। ২০০৭ সালের পিজিসিবি প্রতিষ্ঠান এবং প্রশাসনের কর্মকাণ্ড ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক কিন্তু ২০১৪ সালের পিজিসিবি প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড এতটাই বিতর্কিত যে, প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড গুটিকয়েক ব্যক্তির সিদ্ধান্তের নিকট জিম্মি হয়েছে বলে আমরা মনে করি। ২০০৭ সালের পিজিসিবি প্রতিষ্ঠানের মূলধনের পরিমাণ যা ছিল বর্তমানে তা ক্রমশই অবনতির দিকে যাচ্ছে। এর মূল কারণ নিজস্ব অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ। আজ পিজিসিবি প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি অনেক বেড়েছে। পাশাপাশি মানবসম্পদও বেড়েছে কিন্তু মানবসম্পদের কার্যপরিধি কোনক্রমেই উন্নতি লাভ করতে পারে নাই। বিশেষ করে শ্রমিক কর্মচারীর পদ-পদবী বা তাদের সেট-আপের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। পক্ষান্তরে কর্মকর্তাদের পদ-পদবী পরিবর্তনসহ নিত্য-নতুন পদসৃষ্টি এবং সে সকল পদে প্রতিনিয়ত লোকবল নিয়োগ দেয়া হচ্ছে, যা প্রচলিত আইনের পরিপন্থী। পিজিসিবি শ্রমিক কর্মচারী লীগ, বি-২১১৭ পর পর দু'বার সিবিএ নির্বাচিত হয়ে সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্ব করে আসছে। এ যাবতকাল শ্রমিক-কর্মচারীদের কতিপয় দাবী নিস্পত্তি করতে সক্ষম হলেও শ্রমিক কর্মচারীদের অনেক মৌলিক দাবী এখনও নিস্পত্তি করা সম্ভব হয় নাই। এর মূল কারণ পিজিসিবি কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা, দ্বৈত নীতি, একগুয়েমী, পক্ষপাতদৃষ্ট সিদ্ধান্ত। সর্বোপরি আমলাতান্ত্রিক মানষিকতা। **CBA is the part of purcel of manegment** এ **Concept** কে কাজে লাগিয়ে সিবিএ হিসাবে আমরা একাধিকবার কর্তৃপক্ষকে এহেন কর্মকাণ্ড হতে বেরিয়ে আসার জন্য পরামর্শ দিয়েছি, অনুরোধ করেছি। কিন্তু আমাদের সেই পরামর্শকে সম্পূর্ণরুপে উপেক্ষা করে কর্তৃপক্ষ স্বীয় সিদ্ধান্তে অটল থেকে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে যাচ্ছেন। এর ফলে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে শ্রমিক-কর্মচারীরা। মূলত এর বাস্তব উদাহরণ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা। বর্তমানে অনেক কর্মকর্তা মাননীয় হাইকোর্টে রীট পিটিশন করে তারা স্বীয় চাকুরীতে বহাল থাকছেন। আবার দেখা যায়, কর্তৃপক্ষ সেই আপিলের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করে একের পর এক মামলায় জড়িয়ে পড়ছেন। যা প্রতিষ্ঠানের জন্য কোনক্রমেই মঙ্গলজনক নয়।

ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণ যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে আজ দ্বিধা-বিভক্ত। যে কারণে পিজিসিবি প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছেন। ফলে প্রশাসনের একাংশ সিবিএ প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডকে সহজভাবে মেনে নিতে পারছেন না বিধায় সিবিএ প্রতিষ্ঠানকে কর্তৃপক্ষের প্রতিপক্ষ হিসাবে আখ্যায়িত করতে চাইছেন। যা অনাকাংক্ষিত ও শ্রম আইন পরিপন্থী। কর্তৃপক্ষের এহেন কর্মকাণ্ডে শ্রমিক কর্মচারীরা ক্ষুব্ধ ও অনুতপ্ত। আমি ও আমার সংগঠন এহেন কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে।

পিজিসিবি শ্রমিক কর্মচারী লীগ, বি-২১১৭ (সিবিএ) সংগঠনটি ২০০৯ সালে প্রথম এবং ২০১১ সালে ২য় বার সিবিএ-এর দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে শ্রমিক কর্মচারীদের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে যাচ্ছেন। সিবিএ প্রতিষ্ঠানটি প্রথম মেয়াদে শ্রমিক কর্মচারীদের ৩৬টি দাবী এবং ২য় মেয়াদে ২০১৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৭টি দাবী আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। যা পিজিসিবি প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। আরও কয়েকটি দাবী অতিসল্প সময়ে নিস্পত্তি হবে ইনশাল্লাহ। আমরা জানি এরপরেও শ্রমিক কর্মচারীদের অনেক মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ দাবী নিস্পত্তি করা সম্ভব হয় নাই। এ দাবীগুলোর মধ্যে অন্যতম হল গ্রেডিং পদ্ধতি বিলুপ্ত, পোষ্যদের চাকুরী নিয়মিতকরণ, শীতকালীন পোশাক, জুতা ও গ্রীস্মকালীন পোশাকের রেইট বৃদ্ধি, দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে কর্মরত গাড়িচালক, টেকনিক্যাল এটেনডেন্ট, সুইপার/মালি/পাম্প অপারেটরদের নিয়মিতকরণ, পদবী পরিবর্তন, সিলেকশন গ্রেড, বেতনবৈষম্য দূরীকরণ, নিরাপত্তা প্রহরী বনাম অফিস এটেনডেন্টদের স্কেলের বৈষম্য দূরীকরণ, সুষম সেটআপ প্রণয়ন, শূন্যপদে লোক নিয়োগসহ অনেক দাবী আজও বিদ্যমান, যা আগামীদিনে নিস্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এজন্য প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও সর্বস্তরের সার্বিক সহযোগিতা।

বাংলা

আল্লাহ সর্বশক্তিমান

জয় বঙ্গবন্ধু

পিজিসিবি শ্রমিক কর্মচারী লীগ - সিবিএ

রেজিঃ বি-২১১৭

সিবিএ কার্যালয় ঃ বিদ্যুৎ ভবন, ৭ম তলা, ১ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০।

সূত্র ঃ.....

তারিখ ঃ.....

আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্নের সাথে লক্ষ্য করে আসছিলাম যে, জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের শেষের দিকে পিজিসিবি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীরা সিবিএ প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ বাতিল করে অন্য সংগঠনে যোগ দেয়ার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল। যা ৫ জানুয়ারী নির্বাচন পরবর্তী সরকার গঠন করার সাথে সাথে অনেকটা স্থিমিত হয়েছে। উপরন্তু অনেকে নতুন করে সিবিএ সংগঠনে যোগ দিতে শুরু করেছেন। দোদুল্যমান ঐ সকল শ্রমিকদের চিহ্নিত করতে হবে, এর প্রধান কারণ বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গবন্ধুর আর্দশ তথা দলীয় মতাদর্শে যারা বিশ্বাসী হতে পারছেন না তারা কখনই শেখ হাসিনার কর্মী হতে পারবে না। মুজিব আর্দশে উদ্বুদ্ধ কর্মীদের মূল্যায়ণ করার এখনই সঠিক সময়। এজন্য প্রয়োজন নতুন করে সদস্য সংগ্রহ ফরম চালু করা।

পিজিসিবি প্রতিষ্ঠানে মুজিব আদর্শ বিরোধী অনেক কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ পক্রিয়ার মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পেয়েছেন। যা প্রতিষ্ঠান তথা দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর। এদের কাছ থেকে একদিকে যেমন প্রতিষ্ঠান কে বাচাঁতে হবে, তেমনি তাদের কর্মকাণ্ড ও গতিবিধির উপর নজর রাখতে হবে, নতুবা ক্ষতিগ্রস্থ হবে প্রতিষ্ঠান এবং ক্ষতিগ্রস্থ হবে শ্রমিক কর্মচারীরা। আমাদের শ্রমিকেরা মাঠ পর্যায় সার্বক্ষণিক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সিষ্টেমকে সচল রেখেছে বলেই উচ্চ মহলে কর্মরত কর্মকর্তারা শীততাপ নিয়ন্ত্রণ কক্ষে বসে নিরাপদে সাচ্ছন্দে তাদের স্বীয় দায়িত্ব পালন করতে পারছেন। অথচ ঐ সকল কর্মকর্তারা শ্রমিক কর্মচারীদের সামান্যতম সুযোগ-সুবিধা প্রদানে উথাপন করেন নানাবিধ আইন, সৃষ্টি করেন প্রশাসনিক জটিলতা। যা অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত। শ্রমিক কর্মচারীরা কখনই আইনের বাহিরে গিয়ে অনৈতিক বা নিয়মবর্হিভূত কোন সুবিধা গ্রহন করেন না বা নেয়ার চেষ্টা করেন না। অথচ "যারা রক্ষক তারাই আজ ভক্ষক"–এর প্রকৃত উদাহরণ সরাসরি যারা চেক স্বাক্ষর করেন তারাই জাল-জালিয়াতি করে এ প্রতিষ্ঠান হতে প্রায় ৭০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করে নিয়ে গেছেন। শ্রমিকদের পক্ষ হতে কর্তৃপক্ষের কাছে জিজ্ঞাসা- একজন শ্রমিক এ ধরনের কোন কর্মকান্ডে জড়িত আছে কি? যদি জবাব না হয়, তাহলে আমরা শ্রমিক কর্মচারীরা জানতে চাই, কলঙ্কিত ঐ ধরনের কর্মকর্তাদেরকে পদোন্নতি দিচ্ছেন কি ভাবে ? দূর্নীতি আজ পিজিসিবি প্রতিষ্ঠানকে অক্টোপাসের মত ঘিরে ধরেছে। আপনাদের মনে রাখতে হবে দূর্নীতিগ্রস্থ এ ধরনের লোকের সংখ্যা শতকরা ৫% শতাংশ বাকী ৯৫% শতাংশ কর্মকর্তা/কর্মচারী সৎ, নিষ্ঠাবান ও দেশপ্রেমিক। আমাদের অনুরোধ পিজিসিবি প্রতিষ্ঠানকে বাঁচানোর জন্য দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দূর্নীতিকে না বলতে হবে। তাহলেই কেবল শ্রমিক কর্মচারীদের মঙ্গল হবে। পাশাপাশি অমিমাংষিত দাবী আদায় করা সম্ভব হবে। এজন্য সকলের প্রতি আহ্বান আসুন আমরা সিবিএ প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করি এবং দাবী আদায়ের পথ সুগম করি।

সভার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ আব্দুল হাই তার উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত ভিশন ২০/২১ বাস্তবায়ন ও ২০২১ সালের মধ্যে বাংলার প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে পিজিসিবি শ্রমিক কর্মচারী লীগ, বি-২১১৭ (সিবিএ) কাজ করে যাচ্ছে। সিবিএ কর্তৃক ঘোষিত যে কোন কর্মসূচীকে পালন করার জন্য প্রতিটি শ্রমিক কর্মচারীর প্রতি উদ্বাত্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দেশ আজ দু'ভাগে বিভক্ত একটি স্বাধীনতার পক্ষে অন্যটি স্বাধীনতার বিপক্ষে। স্বাধীনতার পক্ষের নেতৃত্ব দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। আমরা শেখ হাসিনার একজন কর্মী হিসাবে পিজিসিবি প্রতিষ্ঠানে সবধরনের অনিয়ম, দূর্নীতি, দূর করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমরা আমাদের কর্মকাণ্ড দিয়ে প্রমাণ করতে চাই সিবিএ প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের প্রতিপক্ষ নই, বরং সহায়ক শক্তি। আমরাই একমাত্র সিবিএ প্রতিষ্ঠান শ্রমিক কর্মচারীদের পক্ষে আন্দোলন সংগ্রাম করে তাদের মৌলিক দাবী আদায় করেছি এবং ভবিষত্যেও করবো ইনশাল্লাহ। অথচ আমরা লক্ষ্য করছি যারা বৈধ্য প্রতিনিধি নন বা শ্রমিক কর্মচারীদের পক্ষের প্রতিনিধি নন এমন কতিপয় ব্যক্তির সাথে কর্তৃপক্ষের কিছু কর্মকর্তা প্রায়শই আলাপ-আলোচনা করেই চলছেন যা, অনিয়মতান্ত্রিক, শ্রম আইন পরিপন্থী ও সরকার বিরোধী উদ্দেশ্য প্রসুত। আমরা এ ধরনের অবৈধ কর্মকাণ্ড হতে কর্তৃপক্ষকে বিরত থাকার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

অতঃপর বর্তমান প্রেক্ষাপট, সিবিএ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম, মামলা সংক্রান্ত, সাংগঠনিক, সিবিএ কর্তৃক বিভিন্ন দাবীনামা, সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত, অর্থনৈতিক ও বিবিধ আলোচ্য বিষয়ের উপর কেন্দ্রীয় ও শাখা কমিটির নেতৃবৃন্দদেরকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ জানান। সভাপতির অনুরোধক্রমে সভা পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব হিমেল খান। আলোচ্য বিষয়ের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির ১০ (দশ) জন, শাখা কমিটির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকসহ প্রায় ৩০ (ত্রিশ) জন নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ও শাখা কমিটির ১১১ (একশত এগার) জন নেতৃবৃন্দ। কেন্দ্রীয় ও শাখা কমিটির নেতৃবৃন্দ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এর উদ্বোধনী বক্তব্যকে স্বাগত জানান এবং বলেন তাঁর বক্তব্য দিক নির্দেশনামূলক, সময়পোযোগী ও বাস্তব সম্মত। পিজিসিবি প্রতিষ্ঠানে পিজিসিবি শ্রমিক কর্মচারী লীগ, বি-২২১৭ (সিবিএ) সংগঠনের কার্যক্রম অত্যন্ত স্বচ্ছ, জবাবদিহীমূলক ও শ্রমিক কল্যাণকর। এর মূল কারণ সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক-এর সঠিক সাংগঠনিক পদক্ষেপ ও সময়পোযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ। নেতৃবৃন্দ আগামী দিনের কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি সাধারণ সম্পাদক কে আহ্বান জানান।

পিজিসিবি শ্রমিক কর্মচারী লীগ - সিবিএ

রেজিঃ বি-২১১৭

সিবিএ কার্যালয় ঃ বিদ্যুৎ ভবন, ৭ম তলা, ১ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০।

সূত্র ঃ................. —৪২— তারিখ ঃ.........................

আলোচ্য বিষয়ের উপর সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নবর্নিত সিদ্ধান্তাবলী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ঃ-

- বিদ্যুৎ বিলের বৈষম্য দূরীকরণ, গ্রেডিং পদ্ধতি বিলুপ্তি, পোষ্যদের চাকুরী নিশ্চিতকরণ, শীতকালীন পোশাক, গ্রীষ্মকালীন পোশাক ও জুতা ক্রয়ের রেট বৃদ্ধিসহ টেকনিক্যাল এটেনডেন্ট, মালি-সুইপার, পাম্প অপারেটর, ঈমাম-মোয়াজ্জিনদের চাকুরী নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং বিতর্কিত সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার প্রেক্ষিতে কতিপয় শ্রমিক-কর্মচারীদেরকে অন্যত্র বদলী করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- সংগঠন কর্তৃক উত্থাপিত দাবীসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে আগামী ০৬/০৪/২০১৪ ইং তারিখ প্রধান কার্যালয় অবস্থান কর্মসূচী পালন।
- যেহেতু কর্মকর্তাদেরকে প্রস্তাবিত দ্বিতীয় টাইম স্কেল প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, সেহেতু শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য তৃতীয় টাইম স্কেল প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী পেশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- অডিট বিভাগ কর্তৃক বাসাবাড়িসহ অন্যান্য বিষয়ে অযাচিতভাবে উত্থাপিত আপত্তি স্বাভাবিকভাবে নিস্পত্তির জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী পেশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- বর্তমানে সংগঠনের নামে বিভিন্ন মামলা চলমান। মামলাগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিশেষ তহবিল সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- সংবিধান সংশোধনের নিমিত্তে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- সিবিএ সংগঠনের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন জেলায় কর্মরত কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির নেতৃবৃন্দদেরকে পালাক্রমে ঢাকাতে অবস্থানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অতপর সভাপতি উপস্থিত কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি ও শাখা কমিটির সকল নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং ঘোষিত কর্মীসভা সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে পালন করার লক্ষ্যে সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান। পরিশেষে সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ আব্দুল হাই)
সভাপতি

(মোঃ নুরুল আমীন)
সাধারণ সম্পাদক

অনুলিপি:-

১. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সচিবালয়, ঢাকা।
২. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সচিবালয়, ঢাকা।
৩. মাননীয় সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সচিবালয়, ঢাকা।
৪. মাননীয় চেয়ারম্যান, পিজিসিবি পরিচালক পর্ষদ, ঢাকা।
৫. মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিজিসিবি লিঃ, আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা।
৬. জনাব...সদস্য পিজিসিবি পরিচালক পর্ষদ।
৭. মাননীয় শ্রম পরিচালক, রেজিষ্টার্ড অব ট্রেড ইউনিয়ন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৪নং রাজউক এ্যাভিনিউ, ঢাকা।
৮. মাননীয় পরিচালক (ওএন্ডএম/পিএন্ডডি/অর্থ/প্রশাসন), পিজিসিবি লিঃ, আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা।
৯. সকল প্রধান প্রকৌশলী/মহাব্যবস্থাপক/প্রকল্প পরিচালক...।
১০. সকল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/উপ-মহাব্যবস্থাপক/ প্রকল্প পরিচালক...।
১১. কোম্পানী সচিব, পিজিসিবি, ঢাকা।
১২. সকল নির্বাহী প্রকৌশলী/ব্যবস্থাপক ....।
১৩. সভাপতি/সাধারন সম্পাদক, জাতীয় শ্রমিক লীগ, ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা।
১৪. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন, ৯বি, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
১৫. সভাপতি/সাধারণ সম্পদক...শাখা কমিটি।
১৬. দপ্তর কপি।

(মোঃ নূরুল আমীন)